যুগান্তর

তারিখ 22 FEB 2005
পৃষ্ঠা

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২৯১ কোটি টাকার উন্নয়ন প্রকল্প

শাকিউল ইসলাম

দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার গুণগত মান ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের জনবল নিয়োগ কাঠামো অনুমোদন করা হয়েছে। বুধবার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত বৈঠকে প্রস্তাবিত প্রকল্পের ৯টি পদের বিপরীতে ৭টি পদ অনুমোদন করা হয়েছে বলে জানা গেছে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন শিক্ষামন্ত্রী ড. এম ওসমান ফারুক, শিক্ষা সচিব ফারুক আহমদ সিদ্দিকী, অর্থ মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব আতাউর রহমান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিনিধি শামসুল কবীর খান।

বৈঠক সূত্রে জানা যায়, দেশের ১৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য নেয়া ২৯১ কোটি ৬৫ লাখ টাকার উন্নয়ন প্রকল্পটি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য এখন পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হবে। প্রকল্পটি বর্তমানে জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের (এনইসি) বরাদ্দবিহীন প্রকল্প হিসেবে তালিকাভুক্ত রয়েছে। প্রকল্পটি একনেক সভায় অনুমোদন পেলেই কেবল এডিপিভুক্ত হবে। দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন 'আমব্রেলা'-প্রকল্পের অধীনে এই প্রকল্প গ্রহণ করে। সূত্র জানায়, দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে এক প্রকার আর্থিক নৈরাজ্য বিরাজ করছে। আর্থিক স্বচ্ছতা বলতে কিছু নেই। এক খাতের বরাদ্দ অর্থ বিধিবহির্ভূতভাবে অন্য খাতে ব্যয় করা হচ্ছে। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বাজেট ঘাটতি দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, এই উন্নয়ন প্রকল্পের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য বরাদ্দ রয়েছে সর্বোচ্চ ৩০ কোটি, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২৫ কোটি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২৪ কোটি ৪৩ লাখ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২৪ কোটি, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার জন্য ১৮ কোটি, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২৪ কোটি, বুয়েটের জন্য ১৫ কোটি, খুলনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২৫ কোটি, সিলেট শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২২ কোটি, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১৯ কোটি, বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১৮ কোটি, শেখ মুজিবুর রহমান কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ১৯ কোটি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য ২০ কোটি এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের নিজস্ব প্রকল্পের জন্য প্রায় ১০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের উদ্দেশে বলা হয়েছে, দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে একাডেমিক কর্মকাণ্ড যেমন লাইব্রেরি ও ল্যাবরেটরি উন্নয়ন, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি ও কেমিক্যাল, বইপুস্তক ও জার্নাল সংগ্রহ, উচ্চতর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কর্মকাণ্ড অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন, অপেক্ষাকৃত নতুন বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য একাডেমিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ অবকাঠামোগত উন্নয়ন নিশ্চিতকরণ, দেশের সামাজিক চাহিদা ও বিশ্ববাজারের চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নতুন নতুন বিভাগ খোলা এবং বিদ্যমান কোর্স ও কারিকুলাম আধুনিকীকরণ, দেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ এবং শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনকে শক্তিশালীকরণ।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা যায়, দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পাহাড়সম আর্থিক ঘাটতি বিরাজ করছে। এই আর্থিক ঘাটতি মেটাতেই মঞ্জুরি কমিশন এই নতুন প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

সূত্র জানায়, মঞ্জুরি কমিশন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর জন্য একটি অভিন্ন আর্থিক ব্যবস্থাপনা নীতিমালা প্রণয়ন করে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছে। কিন্তু ফাইলটি এখন লালফিতায় বন্দি বলে জানা গেছে। মন্ত্রণালয়ের একজন পদস্থ কর্মকর্তা বলেন, এই অভিন্ন আর্থিক নীতিমালা বাস্তবায়ন করা হলে দেশের পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আর্থিক অপচয় রোধ করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি, আর্থিক স্বচ্ছতাও নিশ্চিত করা যাবে।